যায়যায়দিন

তারিখ 25 FEB 2012
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ২

৬৫ হাজার কিন্ডারগার্টেনে লাগাম পরাতে ব্যর্থ সরকার

এম মামুন হোসেন

সারাদেশে ছড়ানো-ছিটানো প্রায় ৬৫ হাজার বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেন (কেজি) স্কুলকে আইনি কাঠামোয় আনতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। বিভিন্ন মহলের চাপে শেষ পর্যন্ত জারিকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা বাস্তবায়ন করতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন বিধিমালায় সংশোধন এনে কিন্ডারগার্টেন নিবন্ধনের শর্ত শিথিল করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন নিবন্ধন পেতে ন্যূনতম কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করে গত বছরের ১৮ আগস্ট বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা জারি করা হয়। এতে কিন্ডারগার্টেন খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হলে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। আর নিবন্ধন পেতে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও তাদের কার্যাবলি, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, টিউশন ফি, শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যালয়ের ভূমি ও ভবনসহ বিদ্যালয় পরিচালনার রূপরেখাসহ কিছু শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিধিমালা জারির পরই তা সংশোধন ও নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের দাবিতে আন্দোলনে নামে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন সম্মিলিত জোট। সংগঠনটির পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ জমির ভাড়া বাড়িতে স্কুল পরিচালনা, রিজার্ভ ফান্ডে অর্থের পরিমাণ মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া তা প্রজ্ঞাপনের ১৩-এর উপধারা ৫, ধারা ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ২০-এর উপবিধি ২ ও ৪ সহজীকরণ ও সংশোধনের দাবি জানায়। দাবি আদায়ে সংগঠনটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঘেরাও, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ, উপজেলা

লাগাম : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

লাগাম : কিন্ডারগার্টেনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়ে স্মারকলিপি প্রদান এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। এ নিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি দেয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) মো. ফারুক জলিল বলেন, নিয়ন্ত্রণহীন কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাকার্যক্রম সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। তবে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা বিধিমালার কিছু কিছু অংশে আপত্তি করেন। এজন্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিধির কিছু অংশ সংশোধনের পরিকল্পনা করা হয়। ঐকমত্য দ্বারা বিধি সংশোধনের পরে, কঠোরভাবে তা কার্যকর করা হবে। আগামী মাসে এ সংশোধনী পাস হওয়ার পর বিধিমালা জারি করা হতে পারে।

জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডারগার্টেন পরিচালনার জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে প্রথমে প্রাথমিক অনুমতি নিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন হতে হলে প্রাথমিক অনুমতি, অস্থায়ী অনুমতি ও নিবন্ধনের জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। বিধিমালায় উল্লিখিত ৩৪টি ধারায় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও তাদের কার্যাবলি, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, টিউশন ফি, শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যালয়ের ভূমি ও ভবনসহ বিদ্যালয় পরিচালনার রূপরেখা কি হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিধিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক অনুমতির ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন সিটি ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরের জন্য পাঁচ হাজার, জেলা সদরে তিন হাজার এবং উপজেলা সদরসহ উল্লিখিত এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য দুই হাজার টাকা নিবন্ধন ফি জমা দিয়ে নির্ধারিত কাগজপত্র ও তথ্যসহ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ হবে প্রাথমিক অনুমতি সনদ প্রদানের তারিখ হতে পরবর্তী এক বছর। এর পরের বছর প্রাথমিক অনুমতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিটি বেসরকারি স্কুল অস্থায়ী নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে। অস্থায়ী নিবন্ধনের মেয়াদ হবে প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী তিন বছর। বিধিমালার ৬ ধারায় আরো বলা হয়েছে, অস্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্তির তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার ৬০ দিন আগে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি কাঠামো ও কার্যাবলি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে সদস্য সচিব, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্য হতে একজন অভিভাবক, অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মাধ্যমে নির্বাচিত দুজন অভিভাবক প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে তিনজন প্রতিনিধি, পার্শ্ববর্তী নিকটতম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিন বছর মেয়াদে ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হবে।

প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি সংরক্ষিত তহবিল এবং একটি সাধারণ তহবিল থাকবে। সংরক্ষিত তহবিলে সঞ্চয়পত্র আকারে অথবা তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে মেট্রোপলিটন এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক লাখ টাকা, জেলা সদরে পঁচাত্তর হাজার টাকা, উপজেলা সদর ও পৌরসভায় ৫০ হাজার এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৫ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। ব্যক্তি নামে কোনো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক তিন লাখ টাকা স্কুলের স্থায়ী আমানত হিসেবে সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখার বিধান করা হয়েছে। তবে স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থের লভ্যাংশ সাধারণ তহবিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যয় করা যাবে। তবে এ শর্তের বিষয়ে কিন্ডারগার্টেন মালিকদের আপত্তি রয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র ও শিক্ষক গড় অনুপাত হতে হবে ৩০ : ১। টিউশন ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগতমান এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। ভর্তির বিপরীতে, ভর্তি নবায়ন বা পুনঃভর্তির নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনুদান নেয়া যাবে না।

ধারা ১৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ন্যায় ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য অন্যূন ছয়জন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষকদের অন্যূন তিনজন মহিলা শিক্ষক হতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

নিজস্ব মালিকানায় অথবা ভাড়ায় মেট্রোপলিটন এলাকায় অন্যূন আট শতাংশ, পৌরসভা এলাকায় ১২ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অন্যূন ৩০ শতাংশ ভূমি থাকতে হবে এবং উক্ত জমির উপর অন্যূন তিন হাজার বর্গফুট পরিমাণের অন্যূন ছয় কক্ষবিশিষ্ট ভবন থাকতে হবে। এছাড়া নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পাঠদানের সুযোগ থাকলে স্কুলের ন্যূনতম ভবনের পরিমাণ হবে ১৫ হাজার বর্গফুট, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা সমমানের পাঠদানের সুযোগ থাকলে বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ভবনের পরিমাণ নয় হাজার বর্গফুট। কোনো বেসরকারি নিজস্ব ভূমি ও ভবন না থাকলে প্রয়োজনীয় ভূমি ও ভবন ভাড়া নেয়া যাবে। ভাড়া নেয়ার প্রমাণ হিসেবে দেড়শ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ভাড়ার লিখিত চুক্তি থাকতে হবে। তবে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন সম্মিলিত জোট সর্বোচ্চ চার শতাংশ জমিতে ভাড়া বাড়িতে স্কুল পরিচালনার দাবি জানিয়েছে।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) অনুমোদিত পাঠ্যবই আবশ্যিকভাবে পাঠ্যপুস্তক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা সরকার নির্ধারিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অথবা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে পারবে। তবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী এবং বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিপন্থী বই পরিহারের পাশাপাশি শিশুদের ধারণক্ষমতার বিষয়টি লক্ষ রাখার কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সারাদেশে দিনদিন কেজি স্কুল প্রসার পাচ্ছে। গত ১০ বছরে এই স্কুলগুলোর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। এদের মধ্যে আছে ইংরেজি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী চলা স্কুল। কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় এগুলো চলছে অনেক ক্ষেত্রেই দোকানের আদলে মালিকের ইচ্ছামতো। একইভাবে ইচ্ছামতো টাকা আদায় করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগেও মান নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শিক্ষার মান নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন। কখনো কখনো বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবেই নিয়োগ সম্পন্ন হয়। জানা গেছে, ১৯৬২ সালের বেসরকারি স্কুল অর্ডিন্যান্সের আওতায় সরকারের সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদন নিয়ে চলছে কিছু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এ অর্ডিন্যান্সের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৯৮৯, ১৯৯৯ এবং সর্বশেষ ২০০১ সালে সংশোধনী আনা হয়েছে। এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। তবে বেশিরভাগই রেজিস্ট্রেশনবিহীন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা প্রায় শতভাগ কিন্ডারগার্টেন চলছে অনুমোদন ছাড়া। কেবল তাই নয়, দেশে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা আসলে কত, তার সঠিক সংখ্যাও জানা নেই কারো। এমনকি বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন নামে যে কয়েকটি সংগঠন আছে তাদের কাছেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঠিক সংখ্যা নেই।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নিবন্ধন না থাকা, এমনকি শিক্ষার্থীর সংখ্যা না থাকায় বিনামূল্যের বই বিতরণ নিয়ে বিপাকে পড়ে সরকার। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সময়মতো পাঠ্যবই পায়নি। এরপরেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্ডারগার্টেনের নিবন্ধনের জন্য বিধিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়।